গোয়েন্দা, কল্পবিজ্ঞান ও অলৌকিক সাহিত্য পাঠের ভূমিকা

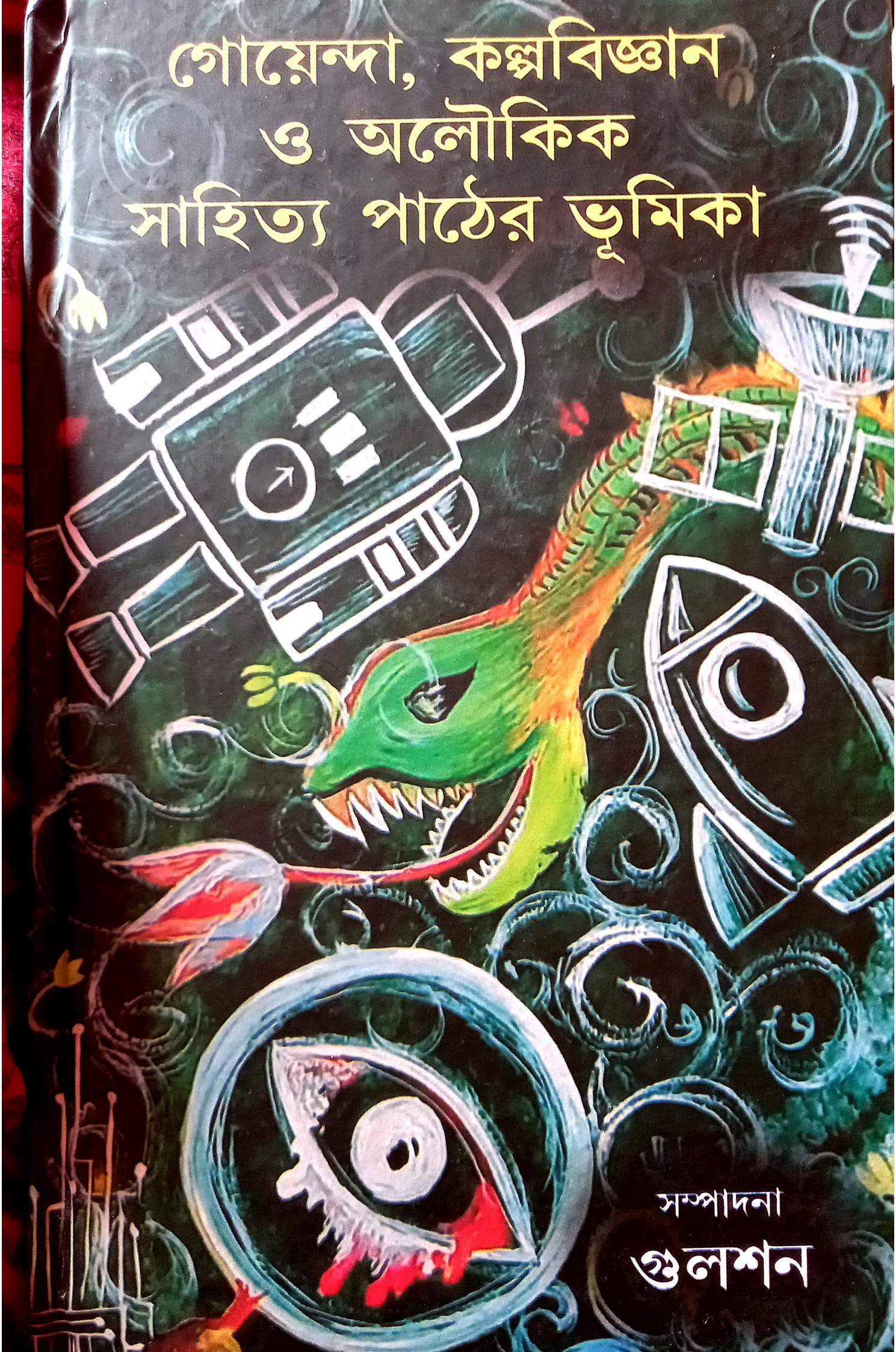

সম্পাদনা

গুলশন

Goenda, Kalpobigyan O Aloukik Sahity Pather Bhumika
by : Gulsan

গ্রন্থস্বত্ব : সম্পাদক

প্রকাশক :
বিকাশ সাধুখাঁ
৯/৩ রমানাথ মজুমদার স্ট্রিট
কলকাতা-৭০০ ০০৯

প্রথম প্রকাশ : জুলাই ২০২২

বর্ণ বিন্যাসে : রূপম চক্রবর্তী

মুদ্রক :
অনিল লিথোগ্রাফিং কোং
১৩, শশীভূষণ দে স্ট্রিট
কলকাতা-৭০০ ০১২

ISBN : 978-93-91321-00-0

মূল্য : ২০০ টাকা মাত্র

উৎসর্গ

পরমপূজনীয়
শ্রীমৎ স্বামী কালেশানন্দ মহারাজ
শ্রীচরণেষু

• সত্যজিৎ রায় (১৯২১-১৯৯২)

'সমাদ্দারের চাবি' : একটি আলোচনা ১৫৯
পার্থ ভোঁড়
ফেলুদার গোয়েন্দাগিরি নিয়ে কিছু আলগা
কথা ও গোলোকধাম রহস্য ১৬৪
ইমন ভট্টাচার্য
সত্যজিৎ রায়ের "অম্বর সেন অন্তর্ধান রহস্য"-এ রহস্যের ভূমিকা ১৭১
নীলেন্দু বিশ্বাস
উচ্চাভিলাষী আশ্চর্য সমাপতন : অপ্সরা থিয়েটারের মামলা ১৭৭
ড. সুমন মজুমদার

• শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায় (১৯৩৫-)

এক ঘরোয়া গোয়েন্দার গল্প : 'গোয়েন্দা বরদাচরণ' ও অন্যান্য ১৮৭
শ্রীময়ী ব্যানার্জী

• কল্পবিজ্ঞান আশ্রয়ী রচনা •

• সত্যজিৎ রায় (১৯২১-১৯৯২)

বাংলায় কল্পবিজ্ঞান ও সত্যজিৎ রায় ১৯২
অঙ্কনা বেতাল
কল্পবিজ্ঞান ও 'ব্যোমযাত্রীর ডায়রি' ২২৮
শ্রীজিতা বসু
অদৃশ্য শক্তির সন্ধানে প্রোফেসর শঙ্কু : প্রসঙ্গ; ম্যাকাও ও আদিম মানুষ ২৩৫
দিবাকর দাস
'প্রোফেসর শঙ্কু ও গোলক রহস্য'—একটি পাঠ ২৪৪
রুদ্রশঙ্কর ভট্টাচার্য
প্রোফেসর শঙ্কু ও রোবু : একটি আলোচনা ২৫০
ড. অর্জুন বণিক
প্রোফেসর শঙ্কু ও খোকা : আশ্চর্য বালকের অতীন্দ্রিয় অনুভূতির কথা ২৫৯
গুলশন ঘোষ

সত্যজিৎ ও শঙ্কুর ডায়রির দুটি গল্প ২৬৬
(হিপ্‌নোজেন এবং শঙ্কু ও ফ্র্যাঙ্কেনস্টাইন)
অভিজিৎ মল্লিক ও বীথিকা রায়
মিথ-কল্পনা-বিজ্ঞান : মহাকাশের দূত ২৭৬
ড. মোহাঃ সাদেকুল ইসলাম
কে? প্রসঙ্গ প্রোফেসর শঙ্কু ২৮২
গুলশন ঘোষ

• অলৌকিক কাহিনি •

• লীলা মজুমদার (১৯০৮-২০০৭)

লীলা মজুমদারের 'সব ভুতুড়ে'র আমরা-ওরা সম্পর্কের
ইতিবাচক আশ্বাস ২৯১
ড. অমৃতা ঘোষাল

• শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায় (১৯৩৫-)

শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়ের 'অদ্ভুতুড়ে সিরিজ' :
বাংলা ভূতের নবজন্ম ৩০১
অর্পণ দাস

লেখক পরিচিতি ৩১১

লীলা মজুমদারের 'সব ভুতুড়ে'র আমরা-ওরা সম্পর্কের ইতিবাচক আশ্বাস

ড. অমৃতা ঘোষাল

জীবনটাকে 'চলচ্চিত্রের রিলের মতো' চোখের সামনে দেখতে পেতেন লীলা মজুমদার (জন্ম-১৯০৮, ২৬ ফেব্রুয়ারি; মৃত্যু—২০০৭, ৫ এপ্রিল)। সেজন্যই কী তাঁর কথাসাহিত্যে প্রকট হয়েছিল 'ওরাল-ন্যারেটিভ' ঐতিহ্য! সেই সঙ্গে একটা দুর্দান্ত 'টেম্পারামেন্ট'! ধীমান ব্যক্তি ও তাঁর ছোটোগল্পের অন্দরমহলে প্রবেশ করে বৈঠকী চালে প্রফুল্ল হয়ে ওঠেন। তাঁর 'সব ভুতুড়ে' (প্রথম সংস্করণ-জুন ১৯৮৩, চতুর্দশ মুদ্রণ, মার্চ ২০১২; আনন্দ পাবলিশার্স প্রা. লি.) গল্প সংকলনের পরিশীলিত আড্ডা রুচিশীল পাঠকের রসবোধকে রীতিমতো ঘষে-মেজে উজ্জ্বল করে তোলে। আজকের, একবিংশ শতাব্দীর মেধাপণ্য ভারাক্রান্তে পাঠকও লীলা মজুমদারের এই বইটির কথনবিশ্বে পৌঁছে নান্দনিক মুক্তি পেতে পারেন। এই গল্প-বিশ্বের ভিত্তিভূমি কিন্তু বিশেষ এক 'আমরা-ওরা' সম্পর্কের অন্তহীন সংবেদনশীল বিন্যাস। 'আমরা' অর্থাৎ রূপান্তরশীল রিপুময় ঐহিক মানব-স্বভাব, আর 'ওরা' অর্থাৎ আস্তিক্যবোধে ভরপুর অ-লৌকিক কিংবা মানবোত্তর এক সত্তা। 'সব ভুতুড়ে'র পরতে পরতে এই দুই সত্তার কখনও সমানুপাতিক, কখনও বা ব্যস্তানুপাতিক সম্পর্ক পাঠককে চমৎকৃত করে।

'ভূতকালার্থে'—

'ভূত' শব্দ মানেই তো ফেলে আসা সময়।[১] অর্থাৎ, 'ভূত'-সন্ধানের উদ্দেশ্য অতীত খুঁড়ে নিজের অস্তিত্বকে উজ্জীবিত করে তোলা। 'সব ভুতুড়ে' গল্পগ্রন্থের 'ভুতুড়ে গল্প'-টুকু পড়লেই যেমন এই অতীত-উজ্জীবনের দারুণ এক উদাহরণ মিলবে। কথকের মেজো পিসেমশাই বাজি লড়ে, এক পুরনো বাড়িতে রাতে জেগে 'অশরীরী খুনে' এই রোমহর্ষক বইটি পড়ে শেষ করার সংকল্প নেন। বাড়ির জানলা-দরজা অযত্নে শিথিল, শ্যাওলা-আগাছা-শিরিষ গাছ-অশ্বত্থগাছ নিজেদের মতো করে বাড়িটিকে অধিকার করেছে। গঙ্গাঘেঁষা দোতলা বাড়িটিতে অবশ্যই ভগ্ন আর ব্যবহারের অ-যোগ্য আসবাবপত্র কিছু রয়েছে। সেখানে শৌখিনতা আর আভিজাত্যের স্মৃতিচিহ্ন বহন করে চলেছে ধুলোমাখা নীলরঙা বিরাট গালিচা আর ঘরের কোণের তারহীন সেতার। এই গা-ছমছমে পরিবেশটুকুর সঙ্গে নিজেকে খাপ খাইয়ে নেওয়ার যখন যথাসাধ্য চেষ্টা করে চলেছেন, তখনই ঠিক ঘটলো এক আবির্ভাব! এক সুদর্শন, সুসজ্জিত প্রবীণ এসে কথকের মেজো পিসেমশাইয়ের পাশে দাঁড়ালেন।